দৈনিক ইনকিলাব

JAN 17 2000

তারিখ ... JAN 17 2000 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

3

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তা এখনও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। শতাব্দীর প্রাচীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির একটা ইতিহাস-ঐতিহ্য রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৪০/৪৫ হাজার শিক্ষার্থী এখানে সম্মান ও স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়াশোনা করছে। একইসংগে দিবা ও নৈশ ভাগে বিভক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশে এত ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে বলে কারও জানা নেই। বিএনপি সরকার একে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিল। অথচ বর্তমান সরকার একে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের কোন চেষ্টা তো করছেই না বরং পারলে সে অবাধে পরীক্ষা দিচ্ছে। যাতায়াতের জন্য তিনটি ছোট বাস শুধুমাত্র জিপিও টু জগন্নাথ অনিয়মিতভাবে চলাচল করে। লাইব্রেরীতে পড়ালেখার সুষ্ঠু পরিবেশ ও পর্যাপ্ত বই নেই। চিত্তবিনোদন বা অবকাশ যাপনের কোন সংস্থান নেই। ছোট একটি গন্ডি নাভিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। ছাত্র রাজনীতির নামে চাঁদা আদায় হয় হাজার হাজার টাকা। ক্যাম্পাসে সিট আগাভাগির রাজনীতিতে ছাত্রদল/ছাত্রলীগ এক হলেও জাতীয় রাজনীতিতে অনৈক্য বিরাজিত। প্রতি বছর হাজার হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থী ভর্তিযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু ভর্তির অব্যবহিত পরেই এখানকার নানা সমস্যার কথা হাড়ে হাড়ে টের পায়। অথচ এখান থেকে ভূগোল, একাউন্টিং, জিওলজিসহ অনেক বিষয়ে অবাক করার মত রেজাল্ট হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ যদি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটু স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনে তবে আরও ভাল অবশ্যম্ভাবী। তার পাশাপাশি প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছার। এক সরকারের ঘোষণা আর এক সরকার মানবে কেন? এই যদি হয় রাজনীতির অবস্থা তবে চলে কি করে। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে আন্তরিক হলে তাতে জনসমর্থনই নয়, জনভালবাসা পাওয়া যায়- একথা বোধ করি আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা ভুলেই গেছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবায়নের দাবীর প্রতি সম্মান দেখানো বর্তমান সরকারের প্রয়োজন। কেননা, রাজনীতির স্বার্থে শিক্ষার ক্ষতি হোক তা কেউ বোধ হয় চায় না।

কেমন চলছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

দাবীকেও অযৌক্তিক প্রমাণ করায়। অথচ রাজনীতির মারপ্যাঁচে ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা পোয়াবারো। ন্যূনতম শিক্ষার কোন সুযোগ এখানে নেই বললেই চলে। এতো সংখ্যক শিক্ষার্থীর কোন আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় তারা ঢাকায় বিশৃংখলভাবে অবস্থান করছে। গুলিস্তানসহ পুরান ঢাকার যানজটকে উপেক্ষা করে ক্লাস করা যে কত দুরূহ তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে। তার উপর প্রায়শই ছাত্র-ছাত্রীরা ছিনতাইয়ের শীকার হয়। মেয়েদের অসহনীয় যন্ত্রণা আরও মারাত্মক। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা ক্যাম্পাসে যায়। দীর্ঘ যানজটে অনেকেই পরীক্ষার সময়েও সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারে না। ক্লাস রুম অপর্যাপ্ত। তিন/চারশ' ছাত্র-ছাত্রী একত্রে ক্লাস করলেও সাউন্ড স্পীকারসহ সঠিক বন্দোবস্ত নেই। সারাবছর কয়েকদিন ক্লাস নিয়েই শিক্ষকরা ক্ষান্ত। সারাবছর ক্লাস না করা হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী

❑ আতাউর রহমান কাবুল